যুগান্তর

3 MAY 2003

# চিতলমারীতে এইচএসসি পরীক্ষার্থিনীকে অপহরণ করে পৈশাচিক নির্যাতন

দেলোয়ার হোসেন/কপিল ঘোষ, বাগেরহাট থেকে

বাগেরহাট জেলার চিতলমারীতে এইচএসসি পরীক্ষার্থিনী বিভাকে এসিড নিক্ষেপের হুমকি ও অস্ত্রের মুখে ৭-৮ সন্ত্রাসী ফিল্মি স্টাইলে অপহরণ করে মধ্যযুগীয় পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়েছে। তার শরীরে জ্বলন্ত সিগারেটের অসংখ্য ছেঁকা এবং ব্লেড ও ছুরি দিয়ে চিরে ফেলার চিহ্ন রয়েছে। অপহরণের এক সপ্তাহ পর খুলনা থেকে নির্যাতিতাকে উদ্ধার করা হয়েছে। মামলা দায়েরের পরও ঘটনার মূল নায়কসহ সশস্ত্র সহযোগীদের পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি। এ বিষয় নিয়ে থানা পুলিশ কিংবা আইন-আদালতে দৌড়ঝাঁপ করলে প্রাণে মেরে ফেলা হবে বলে সন্ত্রাসীরা মোবাইল ফোনে হুমকি দিচ্ছে। এখন চরম নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে নির্যাতিত কলেজ ছাত্রী বিভা এবং তার পরিবার। মাত্র ৫ মাস আগে এ কলেজেরই অপর এইচএসসি পরীক্ষার্থিনী রুমা বড়াল বখাটেদের দ্বারা উত্যক্ত হয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিল।

*নির্যাতিত কলেজ ছাত্রী বিভা -যুগান্তর*

উপজেলার সুড়িগাতী গ্রামের ব্যবসায়ী বিনয় কৃষ্ণ সিংহের একমাত্র মেয়ে বিভা রানী সিংহ। এইচএসসি পরীক্ষার্থিনী বিভা স্থানীয় বঙ্গবন্ধু মহিলা

পৈশাচিক : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ২

## পৈশাচিক : নির্যাতন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কলেজের ছাত্রী। প্রতিদিন কলেজে যাওয়া-আসার পথে চিতলমারীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সংলগ্ন মেসার্স মুফতি এন্টারপ্রাইজে বসে কতিপয় সন্ত্রাসী যুবক বিভাকে নানাভাবে উত্যক্ত করত। দিত নানা কুপ্রস্তাব। এতে তার সায় না পেয়ে অবশেষে গত ২২ এপ্রিল সকালে কলেজে যাওয়ার পথে বাকেরগঞ্জ বাজারের কাছে একটি ফাঁকা জায়গায় ৪টি মোটর সাইকেলযোগে ওই সন্ত্রাসীরা এসিড নিক্ষেপের হুমকি দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে বিভাকে অপহরণ করে।

তাকে চিতলমারীর একাধিক স্থানে দু'দিন আটকে রেখে কয়েকটি সাদা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর রাখা হয়। এরপর তাকে খুলনায় নিয়ে কমপক্ষে ৩টি বাড়িতে ৫ থেকে ৬ দিন আটকে রেখে চালানো হয় অমানুষিক নির্যাতন। বিভার শরীরের একাধিক স্থান ছুরি ও ব্লেড দিয়ে চিরে দেয়া হয়েছে। জ্বলন্ত সিগারেটের আগুন চেপে ধরা হয় শরীরের বিভিন্ন জায়গায়। মাথা ধরে দেয়ালের সঙ্গে আঘাত করা হয় বারবার। পালিয়ে আসার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে একাধিকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করলে নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

একমাত্র কন্যাকে না পেয়ে বিভার পিতা বিনয় সিংহ দিশেহারা হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছুটে যান। জানতে পারেন, সন্ত্রাসীরা তার মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। সূত্র জানায়, একপর্যায়ে স্থানীয় কতিপয় প্রভাবশালী নেতার মোবাইল থেকে বারবার তাকে হুমকি দিয়ে বলা হয় বাড়াবাড়ি না করার জন্য। কন্যাহারা পিতা উদ্ভ্রান্তের মতো সব হুমকি উপেক্ষা করে মেয়েকে ফেরত পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। সূত্রমতে, জেলা বিএনপি নেতা এমএইচ সেলিম এমপি বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশকে তৎপর হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এর পরই পুলিশ তৎপর হয়।

গত ২৭ এপ্রিল বিভার পিতা বিনয় সিংহের মামলা পুলিশ রেকর্ড করে। অপকর্মে সহযোগিতার অভিযোগে ওই অপহরণকারী দলের এক সদস্যের নিকটাত্মীয় ভুপেন দাস (৪৮) ও জ্যোতিন দাস (৩০) নামে দু'জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এ নিয়ে উপর মহলেও তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এ পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা মোবাইল ফোনে বিনয়কে তার মেয়ে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য পুলিশ ছাড়াই খুলনায় যেতে বলে। অসহায় পিতা খুলনায় ছুটে যান। ২৯ এপ্রিল মঙ্গলবার বিকালে খুলনার কোর্ট প্রাঙ্গণে কয়েকটি সাদা স্ট্যাম্পে সন্ত্রাসীরা তার স্বাক্ষর ও টিপসই রেখে বিভাকে ফিরিয়ে দেয়। এ নিয়ে কোন প্রকার টানাহ্যাঁচড়া কিংবা হৈচৈ করলে জীবন শেষ করে দেয়া হবে বলে হুমকি দেয়া হয়। মারাত্মক অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে বিনয় চিতলমারী ফিরে আসেন।

পুলিশ ৩০ এপ্রিল বিভাকে আদালতে প্রেরণ করে। এখানে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মতিউর রহমান তার জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এ মামলার আইও চিতলমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল আজিজ জানান, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ২২(১) ধারায় বিভার জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে। মূল আসামিদের কেউ এখন পর্যন্ত আটক হয়নি।

উদ্বিগ্ন বিভার পিতা বিনয় শুক্রবার যুগান্তরকে বলেন, 'ওরা প্রতিনিয়ত হুমকি দিয়ে চলছে। ওরা আমাদের বাঁচতে দেবে না, আমি আমার মেয়েকে বাঁচাতে চাই।' তিনি বিভার শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন দেখিয়ে বলেন, ও (বিভা) এখন মোটরসাইকেলের শব্দ শুনলে, অপরিচিত কাউকে দেখলে আঁৎকে ওঠে। নিজেকে আড়াল করে। নরেন নামে অপহরণকারী দলের এক অস্ত্রধারীকে চিনেছে বলে অস্পষ্ট স্বরে বিভা জানায়। যে মোবাইলে অব্যাহত হুমকি দেয়া হচ্ছে তা স্থানীয় প্রভাবশালী এক ছাত্রদল নেতার মোবাইল নম্বর বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে জাসাস কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও চিতলমারী বিএনপি নেতা মঞ্জুর মোর্শেদ স্বপন জানান, সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি অপহরণকারীদের দ্রুত আটক এবং যথাযথ